'মোদের গরব, মোদের আশা,

আ মরি! বাংলা ভাষা—।'

- কফি হাউসের সেই লোকটা
- কখনো মুহূর্তের আলো
- তবুও তোমার নামে
- গঙ্গা থেকে বুড়িগঙ্গা (সম্পাদনা)
- অন্যদিনের কবিতা (সম্পাদনা)

শ্রীশিশির ভট্টাচার্য বাংলা কাব্যজগতে অপরিচিত নন। দেশের বর্তমান অনিশ্চিত পরিবেশের মধ্যে যাঁরা বাংলা কাব্যের ভাগীরথী-ধারাকে প্রবহমান রেখেছেন শ্রীমান শিশির তাঁদের অন্যতম। প্রুফ-স্তরে তাঁর এই চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ "শব্দের মিনারগুলি" পাঠ করে আমি আনন্দিত। এই বইটিতে তাঁর রোমাণ্টিক মনের বিচিত্র ভাবনাগুলির অকুণ্ঠ আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। কখনো কখনো তিনি সুন্দর রূপকল্প ও প্রতীকের আশ্রয় নিয়েছেন। যেমন :

'হলুদ পাখির শীতার্ত নীল
ঠোঁটের আগে
গভীরতম দুঃখগুলি
স্বয়ংবৃত।

অথবা

'শব্দের মিনারগুলি
ভেঙে গেলে সময়ের ভারে
আমি যেতে পারি আরো দূরে।

শ্রীমান শিশিরের কবিতার মধ্যে সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব থাকলেও কবিতাগুলি একটি প্রবল আত্মবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কবির হৃদয়ের স্পন্দনও শোনা যায়। তবু বর্তমান জীবনের যন্ত্রণা ও জটিলতা তাঁর কবিতাগুলিতে অতি প্রকট নয়।

অনেকগুলি আন্তরিক কবিতা আছে কবির এই ক্ষুদ্র কাব্য গ্রন্থটিতে যা কাব্যামোদীদের যথেষ্ট আনন্দ দেবে বলেই মনে করি।

ক'লকাতা

৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯

দিনেশ দাস

কিংবা কৃষ্ণচূড়া	১১
অনির্বাণ জ্বলে ওঠে	১২
পরীদের দেশ	১৩
বন্দর ছাড়িয়ে এলে	১৪
অহঙ্কারী রাজা	১৫
আলেয়া	১৬
সন্ন্যাসীটা দাঁড়ায়	১৭
অন্য কোথাও	১৮
সুখের দোসর দুখের দোসর	১৯
কবিতা	২০
কিসের অত দ্বিধা	২১
কদাচিৎ	২২
ঐখানে এক	২৩
শাহরিক	২৪
শব্দ নাকি ব্রহ্ম	২৫
প্রতিদিন ছায়া নামে	২৬
প্রেম মানে কি	২৭
প্রেম নামক একটি শব্দ	২৮
সূর্যমুখী পাওয়া	২৯
সতত হে নদ	৩২
হে মধু তোমার নামে	৩৩
ডাকছে মুক্তি লড়াই	৩৪
ঝলসানো রুটি তাই	৩৫
অন্ধকার ছাতে	৩৬
শোনা যায় এইখানে	৩৭

প্রবাহ ৩৮
একদা ঈশ্বর তুমি ৩৯
আমি দেখতে পেলাম ৪০
মহেশতলার বাস ছেড়ে যায় ৪১
প্রতিধ্বনি ৪২
রৌদ্রময় দ্রুত দিনগুলি ৪৩
স্মৃতিকে ডেকোনা ৪৪
ক্ষুধা ৪৫
শব্দের মিনারগুলি ৪৬
মধ্যযামে ডুব দিল ভঙ্গুর সময় ৪৭
কোথায় যেন যেতে হবে ৪৮

শব্দের
মিনারগুলি
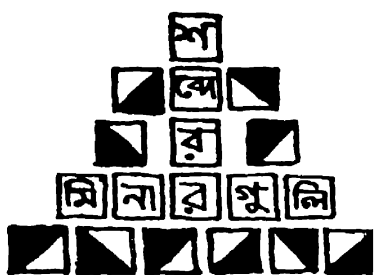
কিংবা কৃষ্ণচূড়া

একগুচ্ছ ফুল নয়
অহঙ্কারী পলাশের ডালে
আকাশের শূন্য ঘেঁষে জ্বলে
একরাশ কথা ॥

এক বোঝা কান্না নয়
যেন পাশাপাশি
জারুলের শাখে নীল শিখা
এক ঝাঁক হাসি ॥

যেমন অঞ্জলিভরা
হৃদয়ের তাজা লাল খুন
আগুন—আগুন—রঙে
শিমুলের খাঁ খাঁ ডালে জ্বলে
উদ্ধত আকাশে ;
কিংবা কৃষ্ণচূড়া ॥

অনির্বাণ জ্বলে ওঠে

অনির্বাণ জ্বলে ওঠে আকাশের নীল
চৈত্রের হাওয়ার মত দুঃখের আগুনে,
ধিকি—ধিকি কিংবা দাউ দাউ,
দীর্ঘশ্বাসের খোঁচা প্রতীক্ষার ক্ষণে,
অলিন্দে অঙ্গনে ॥

তখন পাপড়ি ঝরে হলুদ বাতাসে
প্রগল্ভ তারার মত,
তখন সুখের ছায়া রাত্রি হয়ে নামে
মধ্যযামে—
এবং যন্ত্রণা
ঈশ্বরের ভান নিয়ে নিচে নেমে আসে,
শোণিতের লালে জ্বলে ঘৃণা ॥

পরীদের দেশ

পরীদের দেশ অনেক অনেক দূরে
বলেছিলে তুমি অচিন মাঠের পরে
পায়ে চলা সেই উধাও পথের শেষে
কিংবা সাগর পারের দ্বীপান্তরে ।

পরীদের দেশ কোনখানে যেন আছে
ইস্টিশানের ওভারব্রিজের নিচে
পেন্ডুলামের আছড়িয়ে ভাঙা ঢেউয়ে
গঞ্জেতে হাটে কিংবা ধানের খেতে
ধু ধু প্রান্তরে হাওয়ার ডানায় চেপে ॥

পরীদের দেশ কোথায় যেন সে দূরে
তুমি সাথে গেলে আমি নিতে পারি খুঁজে
বালকবেলায় কিংবা অশ্রু ঘামে
ইচ্ছে-সিঁড়ির ধাপ পেরিয়েও দূরে
অমল সোনার, সূর্যমুখীর দেশে ॥

বন্দর ছাড়িয়ে এলে

এখন বসন্ত নয়,
ভেঙে ফ্যালো সাজানো সকাল—
উদাত্ত গভীর ছুঁয়ে,
বৈশাখী আকাশ তুলে ধরো ॥

যদিও নিসর্গ জুড়ে নেমে আসে বিষণ্ণ দুপুর
দাম্ভিক পলাশে জ্বলে ছাই হয় হৃদয়ের ঘ্রাণ,
তবুও হিরণ্যমন তুলে রাখো সময়ের নীলে—
মৌলিক ছায়ার মতো মেলে ধরো নীরন্ধ্র আলোক।
অরণ্যের অন্তরালে
মুছে ফ্যালো শিশিরের রঙ
মানুষের বুক থেকে অন্যনাম মহার্ঘ ব্যসন ॥

বন্দর ছাড়িয়ে এলে
দেখো যত ক্ষুদ্র দুঃখ সুখ
ক্রমে বড়ো মনে হয়, অন্ধকারে ঢেকে যায় মুখ।
চতুঃসীমা ভেঙে যায় বার বার মনের ভূগোলে
আন্দোলিত অবক্ষায় জন্ম নেয় কোন সূর্যবীজ ॥

অহঙ্কারী রাজা

পথের পরে পা বাড়ালেই
দিগন্ত ঢেউ পায়ের মাপে আঁকা,
গভীর কাঁপে পক্ষীরাজের ডানা
আকাশ-পটে রঙিন রামধনু।

পথের পরে পা বাড়ালেই
সাজানো মন বাউল একতারা,
হাজার বাধা কখন অতর্কিতে
সোনার কাঠি তেপান্তরের ডাকে।

পথের পরে পা বাড়ালেই
অনন্তকাল অণুর মতো ছোট,
দুরন্ত-দিন বসন্ত আশ্বাসে
অমল সোনা অহঙ্কারী রাজা।

আলেয়া

ছায়াহীন অনুর্বর এই রাত্রি এই দিন
সময়ের আবর্তে ক্ষীণ হবে,
মাটির সীমান্ত ছেড়ে আরাত্রিক আলোর পাখায়
শুকতারা হবে না শেষরাতে।

এই আলো এই ছায়া
মুকুলিত ইচ্ছা নয় চৈত্রের বাসন্তী সোহাগে,
দিগন্তের অন্ধকারে বেপথু বিলীন হয়
নিস্তরঙ্গ গূঢ় নিরাশাতে।

তবুও আলেয়া আশা
থেকে থেকে জ্বলে ওঠে অন্ধকার কোণে,
এখানে সেখানে,
নিভন্ত মোমের আলো এই ভালোবাসা।

সন্ন্যাসীটা দাঁড়ায়

সন্ন্যাসীটা দাঁড়ায়
কখন বাউল সাড়ায়
সুখের বনে দুখের খোঁচা যেভাবে পা বাড়ায়
এবং যেমন ভিড়ের ভেতর মুখগুলো সব হারায়
যখন অশ্রু অমল ॥

অন্বেষণের রাতে
মায়াবী কার হাতে
এপার ওপার দুপার থেকেই বিসংবাদী তাড়ায়
জন্ম মৃত্যু স্মৃতির নিকেশ খেলার ছলে নাড়ায়
ভিড়ের ভেতর মুখগুলো সব এমনি করেই হারায়
যেমন অশ্রু অমল ॥

ভালোবাসার ক্ষণে
পড়লে কুশল মনে
ভুল হিসেবে ভাঙতে পাহাড় রক্ত কেবল ঝরায়
হৃদয় নামক বিফল ফসল পায়ের নিচে ছড়ায়
বুকের ভাঁজে যন্ত্রণাটা যেভাবে পা বাড়ায়
তেমনি করেই ভিড়ের ভেতর মুখগুলো সব হারায়
যখন অশ্রু অমল ॥

অন্য কোথাও

প্রতিনিয়ত—
অন্ধকার থেকে আলো
আলো থেকে অন্ধকার।
হৃৎপিণ্ডের টিকটিকে
এক ঝাঁক পাখি আকাশে উড়ে যায়
মুঠো মুঠো নীল ডানার বাতাসে ছড়িয়ে

সময়ের নিরবচ্ছিন্ন আয়ুষ্কাল থেকে
টুকরো টুকরো পরমাণু খুলে নিয়ে
সেতুবন্ধ গড়তে যাই,
অলিন্দ থেকে নিলয়ে।
মৌসুমী প্রবাহ ভাসিয়ে নিয়ে যায় সব।
এক ঝাঁক পাখি আকাশে উড়ে যায়
শীতের আস্তানার সন্ধানে
—অন্য কোথাও।

সুখের দোসর দুখের দোসর

দোসর দোসর দুঃখের দোসর
চন্দ্রাবলীর মত।
দোসর দোসর সুখের দোসর
কার হৃদয়ের ক্ষত
হাজার ছড়ায় রক্ত ঝরায় কৃষ্ণচূড়ার রাঙায়
এবং পলাশ ডাঙায়—
অনেক ভুবন পেরিয়ে এসেও
হারায় পারের কড়ি;
কোন্‌খানে সেই সোনার খেয়া,
কোন্‌ঘাটে সেই তরী।

দোসর দোসর ভালোবাসার আকাশ চূড়োর পাখি,
শেষ বিকেলের আবির ছোঁয়ায় মন রাঙালে নাকি,
কিংবা কেবল ফাঁকি—
ভালোবেসে মিষ্টি হেসে করলে দোকানদারি,
সোনার পাখি সুখের রাখি মেঘ জমালে ভারি।

সুখের দোসর দুঃখের দোসর কিসের গোপনচারী
হাজার ছড়ায় রক্ত ছড়ায় কৃষ্ণচূড়ার সারি॥

কবিতা

এবং কবিতা নয়
ত্রিশির আলোয় দেখা
রামধনু সাতরঙে ভাঙা।
অথবা আজন্ম কোন
প্রিয়তম মানুষের নাম,
মাটি খুঁড়ে কুড়িয়ে পেলাম
যাকে ফসিলের বুকে। কিংবা
কঠিন শ্রমে মাটি মাখা ঘাম
আর অশ্রুর মালা দিয়ে
নিপুণ সাজিয়ে দেখো, কবিতা হল না।
কবিতা আকণ্ঠ তৃষ্ণা, কবিতাই ক্ষুধা,
পাঁজর নিংড়ে নেওয়া মমতার সুধা,
কবিতা অঞ্জলিভরা হৃদয়ের খুন
কঠিন গ্রানিট স্তূপে ক্ষীণ জলধারা॥

কিসের অত দ্বিধা

এই ছিলে এই নেই,
অথচ সেই মনের মধ্যে আসন পিঁড়িতেই
বসতে চেয়েও ঠায় দাঁড়িয়ে, কিসের অত দ্বিধা !
এমন তো নয় সিধা ॥

হতেই পারে হরেক রকম ইচ্ছে-সিঁড়ি বেয়ে
করছি কতই ওঠা-নামা, তবু মনের সোনা
বাঁধা আছে বুকের ভেতর সেইখানেতে বোসো ॥

বৃথাই কেন আসন পাতা,
জল ঢালা, ফুল ফোটা,
কিংবা সূর্য ওঠা।
যদি মনের মধ্যে সেই
এই ছিলে এই নেই ॥

কদাচিৎ

কদাচিৎ বিষণ্ণ আকাশে
ত্রয়োদশী চাঁদ,
কদাচিৎ পাতার জাজিমে
দুঃখিত হাওয়ারা,
কদাচিৎ বিনষ্ট সংলাপে
ঘনিষ্ঠ উত্তাপ,
ঝরে' পড়ে বিনম্র বিকেলে
টুপ্-টুপ্-টাপ্ ।
অথচ আমর্ম আঁকা
অমল সম্ভাষ,
ভালোবাসা শরীর ডিঙোনো,
সদালাপী চোখের তারায়
হঠাৎ হারায় ।
কদাচিৎ বিষণ্ণ আকাশে
ত্রয়োদশী চাঁদ,
কদাচিৎ পাতার জাজিমে
দুঃখিত হাওয়ারা—।

ঐখানে এক

ঐখানে এক কথা ছিল
কথার পিঠে কথা।
ঐখানে এক ব্যথা ছিল
ভালোবাসার ব্যথা ॥
উনপাঁজুরে শত্তুরেরও
পড়লে মুখে কালি
মরার বাড়া গালি
কি আর আছে দেবে বল
মরে'ই যে জন আছে ॥
যখন মুখের পরে
পরম চেনাও অচিন সাজে
লুকোই কোথায় লাজে !
ঐখানে এক কথা থাকে
কথার পিঠে কথা
ঐখানে এক ব্যথা থাকে
ভালোবাসার ব্যথা ॥

শাহরিক

বদর-বদর—বলে মাঝি ছাড়ে নাও,
তবুও কোথাও—
কে যেন হঠাৎ এসে কেটে দ্যায় তাল
হেঁকে বলে, "সাবধান সামনে চড়াই"
এবং বড়াই করে অনেক জানার।
অথচ কি বোকা দ্যাখো, সকলেই জানে
ছয় বাই আটাশের পাতিতুণ্ড লেনে
দক্ষিণের হাওয়া খেলে নাকো।
তবুও বলতে হয়,
পশ্চিমের জানালাটা খুলে—
"আহা কি আরাম বলো,
এটুকু আকাশ ছাড়া বাঁচা যায় কিসে।"
সেখানে স্মৃতির ফ্রেম,
পুরানো দীঘির ধার,
ফেলে আসা কিশোর বিকেল,
দক্ষিণ সাগর থেকে ভেসে আসা হাওয়া,
আশৈশব জননীর ছোঁয়া।
যদিও আওয়াজ আসে দূর-রাশি দূরেই
ছুটন্ত বাসের চাকা, ট্রামের ঘর্ঘর
এবং কলেজ স্ট্রীটে রোদ ঝাঁ-ঝাঁ
তিরিক্ষে দুপুর ॥

শব্দ নাকি ব্রহ্ম

শব্দ নাকি ব্রহ্ম, আর
ব্রহ্ম সেই আদিম দেওয়াল
গ্রানাইট অখণ্ড বিশ্বাসে
অহর্নিশ উচ্চকিত খাড়া ॥

শব্দ যেন জন্ম, আর
মৃত্যু ঘেরা স্বয়ংবৃত সিঁড়ি
ওঠা কিংবা নামা কিংবা থামা
গভীরতর অন্ধকার ছুঁয়ে ॥

শব্দ তবু গড়া কিংবা ভাঙা
মাংস মজ্জা মেদ রক্ত রাঙা
যন্ত্রণাটা নিংড়ে দিয়ে আসা
আকাঙ্ক্ষিত অগুরু নিঃশ্বাসে ॥

শব্দ মানে অবুঝ অনুভূতি
কিংবা কোন অফল ভালোবাসা
পুড়িয়ে এসে উড়িয়ে দেওয়া ছাই
জ্যোছনা কাঁপা নদীর নির্জনতা ॥

প্রতিদিন ছায়া নামে

প্রতিদিন ছায়া নামে
দুঃখময় রক্তের গভীরে,
নিরন্তর জমে ওঠে শোক
এবং অশোক—
কিছু,
উচ্ছ্বসিত শব্দের বন্যায়
একদিন দীর্ঘতর ভেসে যায় অসংখ্য সংকোচ ॥

প্রতিদিন যন্ত্রণারা
ছুঁয়ে যায় রাতের আকাশ,
সপ্তর্ষির বিনিদ্র আলোক,
এবং নোলোক—
হয়ে,
দ্যুতিমান স্ফটিক আভায়
অভিরাম জ্বলে ওঠে সকালের ঘাসের শিশির ॥

প্রতিদিন কথা জমে
কম্প্রমান ইথারে ইথার,
নিরন্তর হয় ইতিহাস,
এবং বিশ্বাস—
শুধু,
খুঁজে ফেরে অতন্দ্র আগ্রহে
শব্দের ভিতরে শব্দ শব্দময় কালের জিঞ্জীর ॥

প্রেম মানে কি

প্রেম মানে কি শব্দ শুধু
কিংবা কোন কায়দা-কানুন,
লোক দেখানো ভালোবাসার
মঞ্চ সফল করতালি।
নীল খামেতে যাদু চিঠি
কিংবা কেবল ছলা-কলা
অথবা কি সাফাই হাতের
বিষয় বস্তু কাব্য কলার।
প্রেম মানে কি সরল মতি
দুখের গাথা সংতকাহন,
অথবা এক শাজাহানের
টাকায় কেনা তাজের চূড়ো ;
কিংবা কোন মরীচিকা,
ছায়ার মতন পিছে ঘোরা ;
কেবল দহন এবং দাহ
ঐ যেখানে তুমি আমি ॥

প্রেম নামক একটি শব্দ

প্রেম নামক একটি শব্দ
আততায়ীর হিংস্র ছুরির আঘাতে
ক্রমশঃই খুন হয়ে যায়,
—প্রতিদিন,
সকাল থেকে সন্ধ্যায়,
চোখের সামনেই,
সদর রাস্তায় ।।

অথচ,
আকাশের দিকে চেয়ে সমুদ্র,
দিগন্তের দিকে চেয়ে প্রান্তর,
কৈশোরের প্রথম মধুর যন্ত্রণা,
রক্তাক্ত হৃদয়ের আকুল প্রত্যাশা,
এবং অশ্রু-রক্ত-ঘামের বিনিময়ে মানুষ,
প্রেমের মুখাপেক্ষি ।।

সূর্যমুখী পাওয়া

দুরন্ত সব
মাঠ পেরিয়ে
ঘাট
পেরিয়ে
পথে,
ছেলেবেলার ইচ্ছেগুলো
সোনালি বিশ্বাসে
করিন্থিয়ান থামের মতো
জড়িয়ে ধরে হাওয়া
—সূর্যমুখী
পাওয়া।

নিভলে আলো
কান্না ছুঁয়ে
দূরে,
সাগর
থেকে
তৃষ্ণা নামে সারাটা
বুক জুড়ে। রক্তে তবু
জমাট ভালোবাসা
কতদিনের ইচ্ছে-সিঁড়ি বেয়ে
—প্রগল্ভ
সুখ চেয়ে।

সমর্পিত ধূসর
পায়ে পায়ে
সবুজ
ঘাতি
পেরিয়ে

এসেও জটিল অন্ধকারে
গভীর গভীর মুখগুলো সব
হারিয়ে গেছে দূরে। চোখের
জলে অটুট ভালোবাসা
—পরশমণির
আশা।

কাকে পাবার
ইচ্ছে ছিল
সরলো
দূরে
কারা,
ডাকলো কেবা পিছে
এসব এখন অবাঞ্ছিত।
ভাবনাগুলো শুধু
সফলতার পাশে
—উচ্চকিত
হাসে।

দুরন্ত সব
মাঠ পেরিয়ে
ঘাট
পেরিয়ে
পথে,
ছেলেবেলার ইচ্ছেগুলো
সোনালি বিশ্বাসে
করিন্থিয়ান থামের মতো
জড়িয়ে ধরে হাওয়া
—সূর্যমুখী
পাওয়া।

সতত হে নদ

বয়ে যায় আজো সেই নদ
যার কপোতাক্ষ নাম,
যশোরে সাগরদাঁড়ি
আজো সেই গ্রাম,
প্রাচীন অক্ষয়বট, চণ্ডীর মণ্ডপ,
সবই আছে বুঝি।

তবু—
সতত হে নদ তুমি পড় কার মনে ?
তোমার স্নেহের সেই মধু নাম যার,
শ্রীমধুসূদন—হায়, কার মনে পড়ে !
এবং হে কবি তব প্রিয় জন্মভূমি
বিদেশ হয়েছে আজ,
গৌরজন সব হায় ভুলেছে গৌরব ।।

হে মধু তোমার নামে

হে কবীন্দ্র অতঃপর সুস্বন ভাষণ
দিনে দিনে লয় হল, যেন মনোহর
চন্দ্রমায় অকারণ কলঙ্ক লেপন
ইদানীং কাব্যের রেওয়াজ এবং নাগর
সচেতন কবিরা তা নাকি আধুনিক
কাব্যেরই একমাত্র লক্ষ্মণ ধরেন।
ছন্দ-যতি-মিল-হীন কা-কা-রবে ধিক
কাব্যের প্রাঙ্গন তাঁরা মুখর করেন॥

হায় কবি, মধুময় কাব্য তামরসে
মধুস্বর তব বীণ আজো কি ভাস্বর।
গেয়েছ যে মহাগীত ভাসি বীররসে
আজিও বাতাসে তার লহরী সুস্বর
সেই তারা ধ্রুবতারা এখনো আকাশে,
হে মধু তোমার নামে অমলিন ভাসে॥

ডাকছে মুক্তি লড়াই

ইচ্ছে করে ডিঙিয়ে বেড়া ওই মাটিতে দাঁড়াই
রক্তে ভেজা শপথ নিয়ে ডাকছে মুক্তি লড়াই
কাস্তে কুড়ুল ছুরি
যে যা কিছু পারি
অস্ত্র নিয়ে ব্যস্ত হাতে ভীষণ করে শানাই
রক্ত দিয়ে বুঁদির কেল্লা শক্ত করে বানাই।

সোনার বাংলা মাগো
বীভৎস এই ভয়াল রাত্রি কেমন করে জাগো
হিংসা ঘৃণা বিষে
দীর্ণ দেহে পিষে
সপ্তকোটি কণ্ঠ তোমার তবুও বজ্রস্বরে
কাঁপিয়ে আকাশ ওড়ায় নিশান নতুন সূর্য ঘিরে!!

ইচ্ছে করে দৌড়ে গিয়ে ওই আলোতে দাঁড়াই
রক্তে ভেজা শপথ নিতে ডাকছে মুক্তি লড়াই ।।

[বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় লেখা]

ঝলসানো রুটি তাই

[সুকান্ত স্মরণে]

তুমিও দেখেছো নাকি
ভোর রাতে আকাশের জ্বলজ্বলে
নীলাভ সে চোখ—
বেদনার্ত দেখে চেয়ে
নিদ্রাহীন রাত্রির যন্ত্রণা, পৃথিবীর লজ্জাহত শোক।
আজো সেই দুরন্ত মোরগ
প্রাসাদে প্রবেশ করে
সাজানো খাবার হয়ে অবশেষে ধবধবে কাচের থালায়।
ঝলসানো রুটি তাই আজো ওঠে
পূর্ণিমা চাঁদ,
এবং ভোরের রাতে দেখো চেয়ে প্রতিদিন
পৃথিবীর গভীর শিয়রে
শ্রান্তিহীন, ক্লান্তিহীন, বিষণ্ণ আলোক
জেগে আছে সুকান্তের চোখ।

অন্ধকার ছাতে

অন্ধকার ছাতে তারাভরা আকাশে অপার বিস্ময়।
কালপুরুষের তরোয়ালে, লুব্ধকের রাঙানো চোখ,
সপ্তর্ষি জিজ্ঞাসায় বশিষ্ঠ, কিছু নিচে নীলাভ অরুন্ধতী,
ক্যাসিওপিয়া, ক্ষুদ্র সপ্তর্ষি ও অসংখ্য আরোকত।

অন্ধকার রহস্যময়ী, তারাদের যাদু হাতছানি ;
শিরদাঁড়াতে বরফ হাতের ছোঁয়া লাগে যেন।
ব্রহ্মাণ্ডের বিশালতায় হারিয়ে যাই অনুমাত্র আমি,
মৃত্যুর ওপারে সেই কোথায় যেন কখন যেন হঠাৎ
যেখানে একবার গেলে ফিরে আসার পথ ভুলে যায় সবাই।

রুপোলী আকাশে তারারা আসে না কেউ ;
লুকিয়ে থাকে ওরা। যদিও রুপোলী রাতেই
আমাকে খুঁজে পাই আমি। আর পাই
ছাতের কার্নিশে অযত্নে ফোটা ছোট্ট একটি তারাফুল।
ওর নরম আদর আমাকে কৈশোরের
প্রতিশ্রুতিময় দিনগুলোতে ফিরে নিয়ে যায়।

শোনা যায় এইখানে

শোনা যায় এইখানে
একদিন স্মৃতির পাহাড় ছিল।
জবচার্ণকের খোঁজা সুতোনুটি থেকে
আজকের হরিদাস মান্নার গলিতে,
পায়ে পায়ে হেঁটে নাকি পৌঁছেছিল এসে
কোন এক মায়াবী শহর—

কুশল স্থপতি আর নন্দিত বণিক
তিল তিল জড়োকরা ভালোবাসা-ইটে
অ্যাসফেল্ট ঢেকেছিল প্রতিটি পাঁজর।
সংস্কৃতির অহংকারী আশ্চর্য কিংখাবে
অনেক পণ্ডিত আর বিরস বর্বর
ইতিহাস দিয়ে গেছে উত্তর পুরুষে।

সেই সব দৃষ্টি-বৃষ্টি-স্মৃতি-শ্রুতি ঘিরে
মগজের অলি ও গলিতে,
আলো-আঁধারির মত আজো এক নেশা
মন-কেমন গন্ধ নিয়ে আসে।
শোনা যায় এখানেই প্রাচীন কবরে
নিয়ে বহু গাথা, একদা শহর ছিল—
নাম 'ক'লকাতা'।

প্রবাহ

এই মুহূর্তে আমরা যেন
ধুলোয় ঢাকা,
গরুর গাড়ীর ক্লান্ত চাকা,
ক্রমিক তালে ক্যাঁচোর কোচর,
দাগের পরে দাগের লেখন ;
গড্ডালিকার পায়ের ছাপে
পৃথিবীটাকে মুড়ে দেওয়া গভীর দাগে ।।

এই মুহূর্তে আমরা কেবল
টিকে থাকা,
গতানুগতিক সময় রাখা,
পর্যাবৃত্তে দোলকগতি,
অনুবর্তী দিনের মতন
একের পর এক গড়িয়ে চলা ;
শুধু শুধুই হারিয়ে যাওয়া কালের স্রোতে।।

একদা ঈশ্বর তুমি

একদা
ঈশ্বর তুমি
সমর্পিত বিশ্বাসের ছায়া,
সুবিন্যস্ত সিঁড়ি ভেঙে
বৈবস্বত বিশুদ্ধ শিখায়।
আজ যেন নেই,
                শুধু এই—
প্রবাহিত সূর্যাস্তের সুরে
কিংবা আরো দূরে
পরিত্যক্ত অবজ্ঞাত শিশু।

আমি দেখতে পেলাম

আমি দেখতে পেলাম
এগিয়ে আসছে সে,
 --দ্বিধাহীন এবং অপ্রতিরোধ।
শিউলি-সকাল নির্মম মাড়িয়ে,
মালতি-দুপুর হেলায় নুইয়ে,
বকুল-বিকেলের দীর্ঘশ্বাসে,
তোমারই মুখের লাবণ্যরেখা ধরে'
ধীরে,
 ক্রমে,
 অথচ নিশ্চিত।

দেখতে পেলাম আমি
 সে আসছে,
সাগরের আর্দ্রতা শুকিয়ে
আকাশের জ্যোছনা নিভিয়ে
আলোকিত পথের দ্বিধা-জড়িম অন্ধকারে
ক্রমে,
 ধীরে,
 অথচ নিশ্চিত।
কাছে এবং আরো কাছে
সে এগিয়েই আসছে।

মহেশতলার বাস ছেড়ে যায়

বিষম রাতে আর্শিখানায়
চাইলে হঠাৎ
কঠিন আলোর সমীক্ষাতে
প্রশ্ন হাজার।
মহেশতলার বাস ছেড়ে যায়
অমনি কোথায়,
বুকের মধ্যে যন্ত্রণাটা
লক্ষ্মীছাড়া।
হলুদ পাখীর শীতার্ত নীল
ঠোঁটের আগে
গভীরতম দুঃখগুলি
স্বয়ংবৃত।
নির্ধারিত ভালোবাসার
রোমাঞ্চময়
প্রত্যাশা কি প্রবঞ্চনায়
পথের পাশে ;
শহর ছেড়ে সম্মোহিত
তেপান্তরে,
আকাঙ্ক্ষিত সবুজবনে
বিনম্র ঢেউ,
উঁচু নিচু খেতের আলে
দ্বিপ্রহরে
হঠাৎ তোমার দেখামেলে
মুখোমুখি।

প্রতিধ্বনি

তবুও কখন দেখি
বিকশিত প্রফুল্ল গোলাপ
রেণু রেণু ঝরে পড়ে আলোড়িত কঠিন হাওয়ায়,
অতিকায় অন্ধকারে শব্দগুলি চোখের আড়ালে
চলে যেতে যেতে থামে,
মুহূর্তের জোনাকি মিছিল।
সোনালি কৈশোর আর সমর্পিত অমল শৈশব
রূপসাই নদীতীরে কোনদিন পিছনে ফেলেছি।
বুকের নরম রৌদ্রে
কিছু স্মৃতি ম্লান হয়ে তবু
দীর্ঘস্বরে বার বার ডাকে—
প্রতিধ্বনি হাওয়ায় ছড়ায়।
তূণীরের শূন্য খোপে হাত ঠেকে বিষণ্ণ কৌতুকে
বাসিফুল—
ভোরের বকুল—
আজো আছে কিছু।

রৌদ্রময় দ্রুত দিনগুলি

রৌদ্রময় দ্রুত দিনগুলি,
অশেষ পেরিয়ে দ্যাখো—
একে একে কাছে আসে, উদাসীন চলে যায় দূরে।
যেন বহু ঘুরে,
                পরাহ্নে নিঃসঙ্গ ট্রেন, আলোজ্বলা স্মৃতির স্টেশান—
তারে দোলে মাছরাঙা. বিলে বক, ডাহুক ডাহুকী আনমন
অকস্মাৎ আসে কাছে একে একে দূরে চলে যায় ;
ফুলন্ত যৌবনগুলি বয়স্ক ইচ্ছার ভারে বাঁকাপিঠ যেমন নোয়ায়
ঘনিষ্ঠ সূর্যের স্থিরে, মাটি ভেজা ঘামে,
কিংবা মধ্যযামে—
বহু ধান কাটা হাত, কাদা জলে অসাধ্য লাঙল
কেন্দ্র থেকে দিগন্তে ফেরায় মুখ
কেন্দ্রাতিগ এ কোন অসুখ!
একে একে কাছে আসে, উদাসীন দূরে চলে যায়।
আমার স্বপ্নের পাখি শোণিত প্রবাহে তবু ওড়ে
আলোড়িত অস্থির ডানায়।

স্মৃতিকে ডেকো না

কোনদিন
মধ্যাহ্ন পেরিয়ে গেলে
স্মৃতিকে ডেকো না।
দারুণ পাহাড় স্মৃতি, শাঁখের করাত—
যেন কারো হাত
টানা ও পোড়েনে খেলে অদৃশ্য মাকুর সাথে
জ্যামিতিক সরল আশ্লেষে॥

কোনদিন
পেছনে তাকিয়ে,
যদি দ্যাখো ফেলে আসা প্রচণ্ড আমিকে
অবিরত জীবনের ফুলন্ত বিস্ফারে,
হার্ডল রেসের মাঠে ঝানু খেলোয়াড়—
কিংবা যদি তার
শান্ত শীল মৃদু মুখ আরক্ত বিস্ময়ে
হৃদয়ে আগুন জ্বালে নৈঋতের মাঠে;
রাত ভোর জেগে থাকে নিহত আশার শব নিয়ে;
তবে এই শুক্তির আড়াল খোঁজা আরোপিত আমি
হয়ে পিছুগামী
বিপন্ন লুকোবে মুখ পরাজিত সম্রাটের মত
এবং নিয়ত,
কালের হোঁচট খাওয়া নড়বড়ে সাঁকো বেয়ে
চলে যাবে সূর্যহীন পথে॥

ক্ষুধা

সেখানে কবিতা নেই। নেই কোন
যুক্তির প্রমাণ। অথবা বিনীত হাসি,
মোলায়েম মধুর সম্ভাষ। কিম্বা মৃদু
সোনালি রেখায় অপরূপ শিল্প কারিকুরি।
আছে শুধু সংখ্যাহীন প্রবলের ভিড়ে
সংগ্রামের প্রাণান্ত প্রয়াসে টিকে থাকা।
মাটি ছোঁয়া কোনমতে ; সীমাহীন সাগরের স্রোতে-
সর্বগ্রাসী বুভুক্ষার থেকে।
দয়া-মায়া, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা,
কোন কিছু সত্য নয়, ক্ষুধাময় উষর জগতে।
দু'মুঠো ভাতের দামে অনায়াসে কেনা যায়
রক্ত ঝরা হৃদয়ের সুধা। এরই নাম ক্ষুধা॥

শব্দের মিনারগুলি

শব্দের মিনারগুলি
ভেঙে গেলে সময়ের ভারে
আমি যেতে পারি আরো দূরে।
এবং রোদ্দুরে
ধমনী সুষুম্না থেকে মুছে ফেলে মুখর উত্তাপ
স্থির চিত্তে হতে পারি পরাহ্ন সঞ্চারী।
কিংবা এই
অভিরাম দৃশ্যের বাহিরে
অহঙ্কারী রামধনু-আকাশ পেরিয়ে
নর্মহীন পারি যেতে দূর দ্বীপান্তরে ;
যখন প্রান্তরে
অমল সোনালি রোদ
সুমসৃণ নিভে গেছে বিষণ্ণ কার্নিশে
উচ্চারিত অন্ধকারে মিশে।
তবু এই কল্লোলিত বিস্মৃতির নীলে
নাম গোত্রহীন শুধু মুখের মিছিলে
আদিগন্ত খুঁজে ফেরা
চতুঃসীমা কোন ;
কখনো কখনো
হিরণ্ময় জীবনের অন্য এক মান—
দেবদারু আকাঙ্ক্ষায় আলোকিত
জংশন স্টেশান।

মধ্যযামে ডুব দিল ভঙ্গুর সময়

সঙ্গে কেউ গেছে নাকি ?
বন্ধু, ভাই, ছেলেমেয়ে—
পাশে প্রতিবেশী,
কিংবা কোন অন্য নাম গোপন প্রেয়সী
চুপি চুপি মুছে নিতে দু'চোখের জল
পুরু করে টেনে দিল গভীর কাজল।

ব্যবহৃত ঘড়ি, শেফার কলম, আরো কত কিছু
বরাবর সঙ্গী যারা এবার গেল না সাথে
নাকি ও—ই ভুলে গেল শেলফ্রেম চশমা জোড়াটা।
তিলে তিলে জমা করা কিছু কান্নাহাসি
আর—
বুকের ভাঁড়ারে রাখা কাঙ্খিত হৃদয়
নীলখামে তাও বুঝি রয়ে গেল দেরাজেই
তাড়াতাড়ি ভুলে।
কিংবা দোর খুলে,
মধ্যযামে ডুব দিল ভঙ্গুর সময়।

কোথায় যেন যেতে হবে

দেহাতী এক গাঁয়ের বুড়ো
হাটের পথে শুধালো, 'তুই
কুথা যাচ্ছিস ?' সাতসকালে
ঝলমলিয়ে সোনার নাখান
সূর্যিখানা উঠলো যেমন,
ভাবতে বসি, 'কোথায় যেন
যাবার কথা— ভেবেছিলাম
কোথায় যাবো !' যেমন ভাবে
উশ্রী নদী পাহাড়তলীর পথে নেমে
অশ্রুমতী। এবং যেমন কিশলয়ের
কচিপাতা শুধোয় ডেকে আমের বোলে,
'কোথায় জাগে কাঁটার বনে গুচ্ছকয়েক
রক্তমুখী ? হৃদয়-ছেঁড়া ভালোবাসার
গোপন স্মৃতি !' কিংবা কোন
দুঃখ জয়ের অগ্নিশিখা একটি ছড়া
লাল করবী যেমন ভাবে দিনের শেষে
কিসের জন্যে ফুটেছিলাম, কোথায় যেন
যেতে হবে,—যাবার কথা।